সম্পাদকীয় ভূমিকা

আট সংখ্যা প্রকাশের পর তৃতীয় বর্ষে পা দিল সর্বজনকথা। সহযাত্রী, লেখক, পাঠকসহ সর্বজনের বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই। 'উন্নয়ন' নামের মানুষ ও প্রকৃতিবৈরী পুঁজিপন্থী এক চিন্তাকাঠামো সমাজে এখন প্রবল। এর আচ্ছন্নতায় মানুষ নিজের জন্য, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সর্বনাশা পথকেই নিজের উন্নতি হিসেবে বিশ্বাস করতে থাকে। লাভবান হয় মুনাফাসন্ধানী দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী। এই ঘোরকে প্রশ্ন করে উন্নয়নের জনপন্থী রূপ নিয়ে মনোযোগী বিশ্লেষণী লেখা আমরা প্রতি সংখ্যায়ই দেওয়ার চেষ্টা করি। বর্তমান সংখ্যায় 'উন্নয়ন সহিংসতা' নিয়ে মন্তব্য ছাড়াও বিশেষভাবে সুন্দরবন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে উন্নয়ন উন্মাদনার কিছু দিক খোলাসা করার চেষ্টায় কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হলো। 'বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান'- এর আওয়াজ তুলে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, দেশধ্বংসী রূপপুর, লাশের ওপর বাঁশখালী প্রকল্প করা হচ্ছে। এ সংখ্যায় এই প্রকল্পগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ ও রিপোর্টিং ছাড়াও আছে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের পথ অনুসন্ধানী লেখা। বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়নের যাত্রাপথ কী হতে পারে।

বাংলাদেশে মানুষ, পরিবেশ, সক্ষমতা বিচারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে যে সুলভে, নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুতের জোগান দেওয়া সম্ভব, তার বিস্তারিত অনুসন্ধান এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সর্বজনকথার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ হচ্ছে। তার অংশ হিসেবে এ সংখ্যায় মাহবুব সুমনের ধারাবাহিক লেখার প্রথম পর্ব এবং মওদুদ রহমানের লেখা প্রকাশিত হলো। নবায়নযোগ্য জ্বালানির পর বাংলাদেশের জন্য আরেক আশীর্বাদ হচ্ছে স্থলভাগ ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস সম্পদ। দেশে এই মুহূর্তে গ্যাসের জোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও বঙ্গোপসাগরে বিশাল গ্যাস মজুদের সম্ভাবনা। ২০০৯ সালে জাতীয় কমিটির প্রস্তাব না মেনে কনোকো-ফিলিপসের সাথে চুক্তি করায় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে দেশ পিছিয়ে গেছে। নইলে এত দিনে আরো বৃহৎ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হতো। সরকার এখন বিনা দরপত্রে 'পারস্পরিক বোঝাপড়া'র ভিত্তিতে সমুদ্রের গ্যাস ব্লকগুলো এমনভাবে বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যাতে গ্যাসের দাম আমদানি করা গ্যাসের চেয়েও বেশি পড়বে। সরকার 'দায়মুক্তি আইন' ব্যবহার করে, বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্পদ নিয়ে, জাতীয় স্বার্থবিরোধী এসব চুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সরকার একদিকে বলছে গ্যাস সংকট, অন্যদিকে গ্যাস রপ্তানির আয়োজন করছে। স্থলভাগে গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সের সক্ষমতা সন্দেহাতীত হলেও এই প্রতিষ্ঠানকে আরো বিকশিত না করে অকার্যকর বা বিদেশি কোম্পানির সাবকন্ট্রাক্টর বানানোর নানামুখী চেষ্টা করছে খোদ মন্ত্রণালয়। এসব বিষয়ের পর্যালোচনা ছাড়াও শতভাগ মালিকানা ও গ্যাস সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে গেলে জাতীয় সক্ষমতা কিভাবে দ্রুত বাড়ানো সম্ভব, তার প্রতি মনোযোগ দিতে নরওয়ের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে লিখেছেন কল্লোল মোস্তফা।

সরকার দেশকে বিপন্ন করে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ব্যবসা দেওয়ার উপযোগী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তার একটি পর্যালোচনাও আছে এই সংখ্যায়। মোশাহিদা সুলতানার এই প্রবন্ধে ২০১৬ সালে এই মাস্টারপ্ল্যানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনুসন্ধান করা হয়েছে, যে মহাপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা কি আদৌ বিদ্যুৎ সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য, নাকি এই খাতকে দেশি-বিদেশি ব্যক্তিপুঁজির মুনাফা বর্ধনের ক্ষেত্র হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে প্রণীত।

সুন্দরবন একটি সাধারণ বন নয়, তার জগৎ বুঝতে গেলে বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন, প্রয়োজন সুন্দরবনের জ্ঞানের জগৎ বোঝার ক্ষমতা। এ বিষয়টিই গভীরভাবে অনুসন্ধান করে পাভেল পার্থ লিখেছেন বাদাবনের বিজ্ঞান। সুন্দরবনের পাশের গ্রামগুলো ঘুরে সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির শক্তি আর পাশাপাশি আসন্ন বিপদ নিয়ে লিখেছেন মাহা মির্জা। উন্নয়নের নামে একমুখী অন্ধ প্রাণধ্বংসী চিন্তার বিপরীত প্রস্তাবনাও হাজির করা হয়েছে এই লেখায়।

সুন্দরবনের ওপর কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দেশ-বিদেশের অনেক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁরা কী কী কারণে এই প্রকল্প সুন্দরবনবিনাশী তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এ সংখ্যায় তার মধ্য থেকে কয়েকজনের বিশ্লেষণের সারকথা উপস্থাপন করা হলো।

গত ১৮ অক্টোবর রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবি জানিয়ে একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই দুটি হুবহু এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। একই সঙ্গে কয়েক মাস ধরে সুন্দরবন আন্দোলনের ওপর সরকারি বিভিন্ন বাহিনীর দমন-পীড়নের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকে ঐতিহাসিক বিল ডাকাতিয়ার মহাসমাবেশ নিয়ে এই সংখ্যায় লিখেছেন স্বপন আদনান। ভুল দায়িত্বহীন পুঁজি অন্ধ 'উন্নয়ন' প্রকল্পের কারণে মানুষের দুর্ভোগ আর তার প্রতিকারের জন্য জনবিজ্ঞান, জন-উদ্যোগ এবং জনপ্রতিরোধের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পর্যালোচনা করা হয়েছে এই লেখায়।

এর আগে পর পর তিন সংখ্যায় 'ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ' শিরোনামে ভারতীয় দর্শন নিয়ে তিন কিস্তি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বে লেখক বিরঞ্জন রায় সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করেছেন। এ ছাড়া একটু বিরতি দিয়ে প্রকাশিত হলো মহাশ্বেতা দেবী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথোপকথন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচিত রিপোর্ট থাকছে যথারীতি, যেখানে রূপপুর প্রকল্প ও টাম্পাকো হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।

২৮ অক্টোবর, ২০১৬